আত্ম-স্বীকৃত ইবলীসের দূতের জবাবে

প্রকাশনায়—আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

প্রকাশনা বিভাগ,
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১
প্রথম বাংলা সংস্করণ ৫০০ কপি
চৈত্র—১৪০১
মার্চ—১৯৯৫
মুদ্রণে—
আহ্‌মদীয়া আর্টপ্রেস
৪, বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

পাবলিকেশন ডেক্‌স, আহ্‌মদীয়া মুসলিম এসোসিয়েশন, ১৬/১৮ গ্রীসেন হল রোড, লণ্ডন এস ডাব্লিউ ১৮, ৫ কিউ এস কর্তৃক প্রকাশিত এবং রাকিম প্রেস, ইসলামাবাদ, শিপহেচ লেন, টিলফোর্ড, সারে, জি ইউ১০, ২এ কিউ, ইংল্যাণ্ড কর্তৃক মুদ্রিত।

ইংরেজীতে লিখিত "Response to the Self-confessed IBLIS' APOSTLE" এর বঙ্গানুবাদ করেছেন জনাব আজির আহমদ ভূঁইয়া, সদর, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হে যারা ঈমান এনেছ। আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট চিহ্নগুলোর অবমাননা করোনা..... তোমরা পুণ্যকাজে এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

(আল্ কুরআন ৫ : ৩)

আত্ম-স্বীকৃত ইবলীসের দূতের প্রতি জবাব

ডঃ সৈয়দ রশিদ আলী, পোঃ বক্স ১১৫৬০, দিব্যা, আল্ ফুজাইরা, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

ডঃ সৈয়দ রশিদ আলী 'টু ইন ওয়ান' এর যুগ্ম-লেখক। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল্ ফুজাইরায় অবস্থিত দিব্যা এর আল্ ফতোয়া ইন্‌টারন্যাশনালের প্রকাশক। তিনি নিজকে পাকিস্তানের সিন্ধুতে অবস্থিত গুজ্জোর একজন পীরের খলিফা বলে দাবী করেন। এ পীরের নাম সৈয়দ আবদুল হাফিজ শাহ। ডঃ রশিদের মতে সৈয়দ আবদুল হাফিজ শাহ্ ইলিয়াস নবী হিসেবে দাবী করেছে। কিন্তু পাকিস্তান গঠনতন্ত্রের ২৬০ ধারার

সংশোধনী অনুযায়ী কতিপয় বাধা-নিষেধের দরুন তার আল্লাহ্‌র নবী হওয়ার দাবী জনসমক্ষে ঘোষণা করা হয়নি এবং পাকিস্তান ও বহির্দেশে ইহা ব্যাপকভাবে প্রচারও করা হয়নি। এ ছাড়া সে নিজেকে এ পৃথিবীতে অভিশপ্ত শয়তানের দূত বলে দাবী করে এবং সদম্ভেও আত্ম-প্রসাদ নিয়ে ঘোষণা করে যে, তার উপর ইবলীস অবতীর্ণ হয়। ইবলীসের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে বলেও সে স্বীকার করে। যে সকল খোদা-ভীরু মানুষের নিকট শয়তান নিজে পৌঁছতে অক্ষম সে তাদের নিকট এ অভিশপ্ত শয়তানের বাণী পৌঁছায়।

সম্প্রতি যখন হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) অদ্ভুত পুস্তক 'টু ইন ওয়ান' এর জবাবে একটি পুস্তক প্রকাশনার ঘোষণা দেন তখন তিনি তাঁর বক্তৃতায় ডঃ রশিদের এ স্বীকারোক্তি সর্ব সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। আল্লাহ্‌র ফজলে পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ জুলাই, ১৯৯৪ এ প্রকাশ করা হয়।

ইবলীস তার উপর অবতরণ করে—ডঃ সৈয়দ রশিদ আলীর এ আত্ম-স্বীকৃতি সর্বসাধারণ্যে প্রকাশের পর সে সম্প্রতি কতিপয় সার্কুলার জারী করে। এ সকল সার্কুলারে সে শয়তানের সাথে তার গভীর সম্পর্কের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করে। তার কৈফিয়তের মধ্যে বেশ মজা রয়েছে। কিন্তু যদি এ শব্দের অভিধানিক অর্থ ডঃ রশিদের প্রচারিত ধর্ম-তত্ত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায় তবে অস্বীকার করার উপায় নেই শয়তানের

সাথে তার নিজের সম্পর্ককে বৈধ করার জন্য সে এ কথা বলেও ধৃষ্টতা দেখিয়েছে যে, আল্লাহ্ না করুন সকল সত্য নবীর উপর ইবলীস অবতীর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে সে আমাদের পিতৃপুরুষ হযরত সৈয়্যদনা ইব্রাহিম (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করেছে। যে কোন খোদা-ভীরু মুসলমানের দৃষ্টিতে এরূপ 'ব্লাসফেমী' (ঈশ্বর নিন্দা) অসহনীয়। কারণ পবিত্র কুরআন জোরালোভাবে বর্ণনা করে :

'আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব যে, কার উপর শয়তান নাযেল হয়? তারা প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপাচারীর উপর নাযেল হয়। তারা কান পেতে থাকে, তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী' (আল্ কুরআন ২৬ : ২২২-২৪)।

কুরআনের এই বর্ণনার প্রেক্ষিতে ডঃ রশিদ আলী সাধারণভাবে আল্লাহ্র আশীর্বাদপ্রাপ্ত দূতগণের এবং বিশেষ ভাবে হযরত সৈয়্যদনা ইব্রাহিম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তার জঘন্য উক্তির দ্বারা নিষ্ঠাবান মুসলমানগণের আবেগে আঘাত হেনেছে। ইতিপূর্বে স্যাটানিক ভার্সেসের লেখক সালমান রুশদী মুসলমানগণের আবেগে অনুরূপ আঘাত হেনেছিল। এটা নিশ্চিত, কোন নিষ্ঠাবান মুসলমান একথা অস্বীকার করবে না যে, এরূপ 'ব্লাসফেমী' ইসলামিক-বিশ্বকে সময়ের ডাকে সাড়া দেয়ার এবং ডঃ রশিদের ন্যায় লোকদের দ্বারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র একনিষ্ঠ দাসগণের মানহানির নিন্দা জানানোর

দাবী জানায়। এ ব্যাপারে প্রাথমিক দায়িত্ব বর্ত্তায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপর। কেননা, এরূপ 'ব্লাসফেমী' বর্তমানে এ ভূখণ্ড হতে চালানো হচ্ছে। আমরা দোয়া করি মুসলিম-বিশ্ব আহ্বানে ঐকান্তিকভাবে সাড়া দেবে এবং ইবলীসের এ আত্ম-স্বীকৃত দূতকে বাধা দেবে যাতে সে তার ব্লাসফেমীতে আরো অগ্রসর হতে না পারে এবং ইসলামের সব পবিত্র বস্তুকে হাস্যাস্পদ করে না তোলে যেমনটি স্যাটানিক ভার্সেস দ্বারা রুশদী করেছিল।

একটি সম্প্রদায় হিসাবে আমরা অনেক সহ্য করেছি এবং অনেক বছর ধরে ডঃ রশিদের চিঠির উত্তর দিয়েছি। আশা করেছিলাম সে এ পথ থেকে দূরে সরে যাবে, যা একজন মুসলমানের শোভা পায় না। সে কেবল অভ্যাসগতভাবে আমাদেরকে অপমানই করেনি, বরং ভদ্রতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এত্‌দসত্ত্বেও আমরা তার চিঠির জবাব দিয়ে এসেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে সে তাদেরই একজন, যাদের সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন বলে, 'আমাদের অন্তর পর্দায় (ঢাকা) আছে এবং আমাদের কর্ণে, বধিরতা আছে, এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক অন্তরাল আছে' (আল্‌-কুরআন ৪১:৫)। এবং এদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তুমি বধিরদেরকে শুনাতে পারবে না এবং অন্ধদেরকে পথ দেখাতে পারবে না (১০:৪২-৪৩)। সুতরাং যেহেতু পবিত্র কুরআন সুস্পষ্টভাবে

বলে যে, এরূপ লোকেরা 'বিশ্বাস করবে না তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা না কর' (আল-কুরআন ৩৬ : ৮-১০) না 'তারা বিশ্বাস করবে এমনকি যদি ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ পাওয়া যেত বা তাদের জন্য আকাশে কোন সিঁড়ি লাগিয়ে নিদর্শন আনা যেত' (আল-কুরআন ৬ : ৩৫), সেহেতু তাদেরকে তাদের নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করার (আল-কুরআন ৪৭ : ১৬) জন্য ছেড়ে দেয়াই বাঞ্ছনীয়। তথাপি সকল সত্য-নবীর উপর অভিশপ্ত ইবলীস অবতীর্ণ হয়—এ কথা বলে ডঃ রশিদ আলী তাদের সকলের পবিত্র স্মৃতির অবমাননা করেছে এবং যদি তাকে চ্যালেঞ্জ না করা হয় তবে তার ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যাবে। এজন্য আমরা এতদ্‌সঙ্গে একটি জবাব প্রকাশ করছি, যা আমরা তার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছি। এ আশা নিয়ে এটা করা হয়েছে যে, সে যে পথ অবলম্বন করছে এ জবাব তার চোখ খুল দিতে পারে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পবিত্র ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে এরূপ জঘন্য বর্ণনা দেয়া হতে সে বিরত হবে।

আল্লাহ্‌ নিষ্ঠাবান মুসলমানদের অন্তর এভাবে আলোকিত করুন যাতে তারা তাদের ব্যক্তিগত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয় এবং তারা যেন ছদ্মবেশী নেকড়েরূপী মুসলমানের ভানকারী এক ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহ্‌র আশীষপ্রাপ্ত দূতগণের বিরুদ্ধে এরূপ চরম ঔদ্ধত্য সহ্য করার ফলাফল যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। আমীন।

ডঃ সৈয়দ রশিদ আলী,
সেক্রেটারী, বাইতুল মোকাররম ট্রাষ্ট,
সংযুক্ত আরব আমিরাত ব্রাঞ্চ,
পোঃ বক্স ১১৫৬০, দিব্যা
আল্ ফুজাইরাহ, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের বাৎসরিক সম্মেলনে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) আপনার শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে এবং আপনার নোংরা পুস্তকের একটি জবাবের প্রকাশনা সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে জানিয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রেরিত আপনার চিঠিগুলো আমরা পেয়েছি। আমরা শুনে আনন্দিত হয়েছি যে, আপনার সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করা হয়েছে তাতে আপনি গৌরব বোধ করছেন। এসব মন্তব্য আপনার প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই আপনি যে গৌরবই বোধ করবেন এতে অবাক হওয়ার কি আছে? যদি কারো বিরুদ্ধে অসমীচীন বিবৃতি দেয়া হয় তবেই সে মনক্ষুণ্ণ হয়। যেমন ধরুন, যদি কোন সৎ ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলা হয় তাতে তিনি অপমানিত বোধ করবেন। যদি কোন মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাবাদী বলা হয় তবে সে আনন্দে উল্লাসিত হবে। আপনার নিকট থেকে আমরা যে সকল সার্কুলার পেয়েছি তাতে আপনি তাই করেছেন।

যাহোক আপনার মন্তব্য আমাদেরকে অবাক করেছে। আপনি মন্তব্য করেছেন যে, হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর ন্যায় একজন ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ভাষা ব্যবহার করা শোভনীয় হয় নি (হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-কে অসতর্কভাবে ধার্মিক ব্যক্তিরূপে লিখতে আল্লাহ্ আপনাকে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ ইবলীসের উসকানির পর আপনার পরবর্তী সার্কুলারসমূহে ধার্মিক ব্যক্তি শব্দ দুটো বাদ দিয়েছেন)। হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বদবখ্ত ও মনহুছ বলেছেন। শব্দ দুটোর শাব্দিক অর্থ যথাক্রমে হতভাগা ও মন্দ। তিনি আপনার পুস্তককে খবিছানা বলেছেন। এর অর্থ অশ্লীল বা অনিষ্টকারী। যদি আপনার মতে এ সকল বর্ণনা অশোভনীয় হয়ে থাকে তাহলে সালমান রুশদী ও তার স্যাটানিক ভার্সেস এর আলোকে আপনাকে আমরা আপনার নিজের প্রতি ও আপনার প্রতি তাকিয়ে দেখার পরামর্শ দিচ্ছি। অতঃপর ভেবে দেখুন যে, কোন ধার্মিক ও বিদ্বান মুসলমানের পক্ষে এটা শোভনীয় হয়েছে কিনা, যেক্ষেত্রে তিনি যে সকল বস্তুকে পবিত্র বলে জানেন ঐগুলোকে অপবিত্র করে তাঁর অনুভূতিতে আঘাত হানার দরুন তিনি রুশদীকে বদবখ্ত ও মনহুছ বলেন এবং তার পুস্তককে খবিছানা বলে আখ্যায়িত করেন। যদি এরপরও আপনি রুশদীকে বদবখ্ত

ও মনস্তুহ এবং তার স্যাটানিক ভার্সেসকে খবিছানা বলে আখ্যায়িত করাকে অশোভনীয় হয়েছে বলে জিদ ধরেন তবে আপনার ও আপনার পুস্তকের জন্য এ শব্দগুলো ব্যবহার করার ব্যাপারে আমরা ভেবে দেখবো।

ইত্যবসরে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সুন্নত দ্বারা পরিচালিত হতে চাই, যিনি উপযুক্ত সময়ে যে ভাষার দরুন আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন তার চেয়েও অধিক কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা সমীচীন মনে করেছেন। যদি আপনি পবিত্র কুরআনের সঙ্গে পরিচিত থাকতেন তবে আপনি জানতেন যে, আল্লাহ এক শ্রেণীর লোককে ঘৃণ্য এবং পরিত্যক্ত বানর বলে আখ্যায়িত করেছেন (আল-কুরআন ২ : ৬৫ ও ৭ : ১৬৬)। এ ছাড়া তাদের সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হয়েছে যাদেরকে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করা হয়েছে (আল-কুরআন ৫ : ৬৩)। কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, মহিমান্বিত কুরআনের এ সকল উক্তি সম্বন্ধে আপনি অনবহিত বলে ভান করবেন। কেননা, এগুলোকে পবিত্র গ্রন্থের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকার করলে আপনার স্বরূপ আপনার নিকটই ধরা পড়ে যাবে। ইবলীস আপনার উপর অবতীর্ণ হয় এবং তার পরামর্শ মোতাবেক আপনি কাজ করেন—আপনার এ স্বীকারোক্তির দরুনই এ সকল কথা বলতে হলো। অভিশপ্ত ইবলীসের পরামর্শ অনুযায়ী আপনি তার ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। অন্যদিকে যে সকল লোক শয়তান দ্বারা

পরিচালিত হয় তাদের সম্পর্কে মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন :

'তুমি তাদের নিকট তার বৃত্তান্ত পাঠ করে শুনাও, যাকে আমরা আমাদের বহু নিদর্শন দিয়েছিলাম—কিন্তু সে তা হতে স্খলিত হয়ে গিয়েছিল ; অতঃপর শয়তান তার পশ্চাদানুসরণ করল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হল। এবং যদি আমরা চাইতাম তাহলে তা দ্বারা আমরা তাকে উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়লো এবং নিজ মন্দ বাসনার অনুসরণ করল। তার দৃষ্টান্ত ঐ তৃষ্ণার্ত কুকুরের দৃষ্টান্তের ন্যায় —যদি তুমি তাকে তাড়া দাও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে, যদি তুমি তাকে ছেড়ে দাও তবুও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে। এ হলো ঐ জাতির দৃষ্টান্ত, যারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তুমি এ বৃত্তান্ত (তাদের নিকট) বর্ণনা কর যেন তারা চিন্তা করে' (আল-কুরআন ৭ : ১৭৫-৭৬)।

আপনি এ বৃত্তান্ত সম্পর্কে ভাববেন কি ভাববেন না তা সম্ভবতঃ মানুষের জ্ঞানের বাইরে, যদিও আমাদের হাতে আপনার যে সকল সার্কুলার আছে তাতে আপনার পেশকৃত বক্তব্য বিচার করলে মনে হয় ইবলীসের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে আপনি গর্বিত এবং আপনি তার দ্বারা পরিচালিত হতে পসন্দ করেন। পবিত্র কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র বর্ণনার দ্বারা আপনি অনুপ্রাণিত হবেন না, যা অভিশপ্ত

শয়তানের হাত হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণের জন্য মানবজাতিকে আহ্বান জানায়। সেক্ষেত্রে আমরা কেবল কুরআনের অন্য একটি আয়াতের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি, যেখানে আল্লাহ্‌ ঐ সকল লোকের কথা বলেন, যাদেরকে ধর্মীয় দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা সেগুলো পালনে ব্যর্থ হয়। যদি আপনি মহান কুরআন পড়তেন তবে দেখতে পেতেন আল্লাহ্‌ বলেন, এ সকল লোকের উপমা :

'সে গাধার উপমার ন্যায়, কেতাবের বোঝা বহন করে চলে, কিন্তু তা বুঝে না' (আল-কুরআন ৬২ : ৫)।

ডঃ রশিদ আলী! আপনি যাই পসন্দ করুন না কেন, কুরআনের এ বর্ণনা সম্পর্কে আপনি ভাববেন কিনা এবং কোন শিক্ষা গ্রহণ করবেন কিনা, না একে অস্বীকার করে ইসলামিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবেন তা আমরা জানি না। তবে আপনার নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আপনি পবিত্র কুরআনের এসকল বক্তব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কিনা। যদি আপনি স্বীকার করেন তবে শোভনীয় এবং অশোভনীয় ভাষা সম্পর্কে আপনার মতামতের সাথে কীভাবে এ সকল কুরআনী বক্তব্যের সমন্বয় করবেন? আমরা আশা করি না যে, আপনার আল ফতোয়া পত্রিকার মাধ্যমে আপনি এ চিঠির উত্তর দেয়ার সাহস করবেন। যদি আপনি সাহস করেন তবে সদয় হয়ে আপনার শ্রোতাদেরকে এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে যাবেন না।

এ পর্যায়ে শেষ জামানার আলেমদের সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা:)-এর বক্তব্যের প্রতিও আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি তো নিজেকে আলেম বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। তাহলে আপনাকে আমরা জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি আমাদের মহান প্রভু পবিত্র নবী (সা:)-এর নিম্নোক্ত হাদীসকে অশোভনীয় মনে করেন ?

'আমার উম্মতের মধ্যে অশান্তি দেখা দিবে এবং তাদের বিপদকালে তারা তাদের আলেমদের আশ্রয় গ্রহণ করবে, কিন্তু তাদেরকে হঠাৎ দেখতে পাবে বানর ও শূকরের বেশে' (কান্‌যুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০)।

আপনার মতে ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তির জন্য এরূপ ভাষা ব্যবহার করা শোভনীয় নয়। কেননা, এটা মন্দ ব্যক্তিদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ করে, যেমনটি আপনারও। এমতাবস্থায় আপনাকে জিজ্ঞেস করি আপনি উপরোক্ত হাদীসটি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন। আবারও আমরা আশা করছি যদি আপনি এ চিঠি জন-সমক্ষে প্রকাশ করার সাহস করেন এবং এর বিষয়-বস্তু আল-ফতোয়ায় আলোচনা করেন তবে এ প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবেন না।

এখন আমারা শূকরের বাচ্চা সম্পর্কিত আপনার মিথ্যা অভিযোগের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আপনি কি দয়া করে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ:)-এর পুস্তকাদি

হতে কোন একটি দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারেন যেখানে তিনি কারো সম্পর্কে 'শূকরের বাচ্চা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন? আপনার স্বধর্মত্যাগকারী গবেষকগণ ইংল্যাণ্ডস্থ বার্কশায়ারের শ্লাতে এবং সুইডেনের রুনিনজিতে অনুসন্ধান করছে। কিন্তু আপনাকে আমি নিশ্চিত করছি যদি তারা তাদের জঘন্য নশ্বর জীবনের অবশিষ্ট অংশ এর সন্ধানে কাটিয়ে দেন তবে তারা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর পুস্তকাদিতে কখনো এ শব্দ দেখতে পাবে না। যাহোক, যেহেতু আপনি হানাফী মতবাদে বিশ্বাস করেন বলে দাবী করেন, সেহেতু আমি হানাফী চিন্তা-ধারার প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। হযরত আবু হানিফা (রহঃ) বলেন :

'যে ব্যক্তি আয়েশা (রাঃ)-কে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে সে নিজেই ব্যভিচারের সন্তান' (কিতাবুল ওসীয়্যত, হায়দ্রাবাদ, পৃষ্ঠা ৩৯)।

এখন আপনি এ মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কি মন্তব্য করবেন যাঁর নিকট গোটা মুসলিম উম্মাহ্ ইসলামী আইন-শাস্ত্রে তাঁর অবদানের জন্য ঋণী? আপনি কি বলবেন এ জাতীয় ভাষা ব্যবহারের কারণে তিনি ধার্মিক বা বিদ্বান ছিলেন না? এর কোনটিই আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। আহমদী মুসলমানদের নিকটও এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তারা হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-কে ইসলামের

ইতিহাসের অন্যতম অসাধারণ ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিত্ব বলে জানে। ডঃ রশিদ আলী। এমতাবস্থায় আপনি স্বীকার করবেন না যে, হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর এরূপ ভাষা ব্যবহার করা কেবল সম্পূর্ণরূপে শোভনীয়ই ছিল না, বরং তা ছিল বৈধ, সেক্ষেত্রে তিনি এক শ্রেণীর লোককে অর্থাৎ আপনার ন্যায় যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পবিত্র দাসগণের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনে নিন্দা জানায় তাদেরকে ব্যভিচারের সন্তান বলেন? তবে তিনি কেন তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও উপরোল্লিখিত বক্তব্যে এরূপ ভাষা ব্যবহার করেছেন? অনুগ্রহপূর্বক হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর বক্তব্য সম্পর্কে আপনার মতামত আল-ফতোয়ার মাধ্যমে জগদ্বাসীকে জ্ঞাত করুন এবং ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে কি শোভনীয়, কি অশোভনীয় সে ব্যাপারে আপনার মতামতের আলোকে তিনি এরূপ ভাষা ব্যবহার করার কারণে তাঁর সম্পর্কে আপনার ধারণা দিন। যদি আপনার পত্রিকা আল-ফতোয়ার মাধ্যমে এ বিষয়টি আলোচনা করার সাহস রাখেন তবে আমরা আশা করবো আপনি এ সকল প্রশ্ন পাশ কেটে যাবেন না।

ডঃ রশিদ আলী! এক শ্রেণীর লোক সম্পর্কে এ সকল বর্ণনার প্রেক্ষিতে আপনি কি স্বীকার করবেন না যে, ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বার্ষিক সম্মেলনে

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর বক্তৃতায় আপনাকে হতভাগা ও মন্দ এবং আপনার পুস্তককে অশ্লীল বা অনিষ্টকারী বলাটা বরং মামুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ?

আপনার চিঠিগুলোতে অন্য যে প্রশ্নটি আপনি উত্থাপন করেছেন তা থ্রি ইন ওয়ান এর প্রচ্ছদে শয়তানের তামাশার সাথে সম্পর্কিত। আপনি জানতে চেয়েছেন এটা কেন ছাপা হলো ? এর উত্তরে নিম্নোক্ত কুরআনী আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে :

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم - وكان الله سميعا عليما ٥

'আল্লাহ্ মন্দ কথার প্রকাশ ভালবাসেন না, কেবল সে ব্যক্তি ব্যতিরেকে যার উপর যুলুম করা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী' (আল-কুরআন ৪ : ১৪৮—মোহাম্মদ মারমাদুক পিকথলের ইংরেজী অনুবাদ, ইদারা ইশায়াত-ই-দিনীয়াত লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআন, নূতন দিল্লী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১০৭)।

আপনার থ্রি ইন ওয়ান পুস্তকে অসংখ্য হাসি-তামাশার প্রেক্ষিতে এবং আপনার আল-ফতোয়া পত্রিকায় এগুলোর অবিরাম সমর্থনের দরুন পবিত্র কুরআনের উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা যে মুসলমানের উপর যুলুম করা হয়েছে তার জন্য কি বাণী বহন করবে ? এই কুরআনী আয়াত সম্পর্কে মুসলিম সাধু ও পণ্ডিত-

গণের মতামত পড়ে দেখার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাই। এরূপ প্রশ্ন করার চেয়ে ভবিষ্যতে আরো অধিক জানাবেন বলে আমরা নিশ্চিত, অর্থাৎ এ আয়াতের অন্তর্নিহিত জ্ঞান সম্পর্কে অনেক মুসলিম সাধু ও পণ্ডিতের ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও যদি এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে সমর্থ হওয়ার জন্য আপনার বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

আসুন এখন আমরা আপনার উপর ইবলীসের অবতরণের বিষয় নিয়ে এবং পৃথিবীতে অভিশপ্ত ইবলীসের প্রতিনিধিরূপে আপনি তার শত্রুদের নিকট তার যে সকল আদেশ ও ভবিষ্য-দ্বাণী পৌঁছান বলে অহংকারের সাথে আপনার সার্কুলার-সমূহে উল্লেখ করেছেন তা নিয়ে আলোচনা করি। প্রথমতঃ আমাদের অভিমত এই যে, বিন্দুমাত্র সৌজন্যবোধসম্পন্ন যে কোন মানুষ তার নিকট ইবলীস আসে—অহংকারের সাথে একথা বলার চেয়ে সে মহান কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী অভিশপ্ত ইবলীসের হাত থেকে আশ্রয় চাইবে। কিন্তু আপনিতো তা করবেন না। কেননা, আপনার মধ্যে এ সৌজন্য-বোধ নেই, অথবা আপনি ইবলীসের অনুসরণ করার জন্য শপথ করেছেন, যে আপনার সাহচর্যের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য এ সকল সার্কুলারে অনেক চেষ্টা করেছেন। এবং আপনি তা করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দূতগণের অবমাননার বিনিময়ে। ডঃ সৈয়দ রশিদ আলী। তথাপি আপনি সুন্দর-

রূপে বলেছেন যে মিথ্যা বলা ইবলীসের কর্তব্য। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ইবলীস কর্তৃক অনুপ্রাণিত আপনার মূল ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হতে আপনি এখন নিজেই মিথ্যা বলা শুরু করেছেন এবং ইবলীস-রূপে আপনার কর্তব্য পালন করতে আরম্ভ করেছেন। আপনার সার্কুলার থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'আমার মাধ্যমে ইবলীস কর্তৃক আপনার নিকট যে নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছিল তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, মির্যা তাহের, যদি আপনি নিষ্ঠার সাথে ইবলীসের পদাঙ্ক অনুসরণ না করেন এবং ইবলীসের শিক্ষা প্রচারে সাহায্য না করেন, তবে আপনি একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মারা যাবেন' (২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের আপনার ফ্যাক্স)।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি প্রত্যেক মিথ্যাবাদীকে তার নিজের জালে আটকে ফেলেন। একজন বুদ্ধিজীবী কত সুন্দরভাবেই না বলেছেন, মিথ্যাবাদীদের উত্তম স্মরণশক্তি থাকা উচিত। যদি আপনার উত্তম স্মরণশক্তি থাকতো, তবে আপনি মনে করতে পারতেন ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আপনি আমাদের নিকট যে মূল নোটিশটি পাঠিয়েছিলেন তাতে আপনি কোথাও বলেন নি যে, যদি হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) নিষ্ঠার সাথে ইবলীসের পদাঙ্ক অনুসরণ না করেন বা তার শিক্ষা প্রচারে সাহায্য না

করেন তবে তিনি মারা যাবেন। মূল ভবিষ্যদ্বাণীতে এরূপ কোন শর্তও যুক্ত ছিল না। যে মূল নোটিশটি আমরা পেয়েছিলাম তদনুযায়ী এর জারীর তারিখ হতে এক বৎসরের মধ্যে এ ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত ব্যক্তির মৃত্যু তার ও তার সম্প্রদায়ের অসত্যপরায়ণতার একটি নিদর্শন হিসাবে ধরে নেয়া হয়েছিল। এতে অন্য কোন শর্ত যুক্ত ছিল না। আপনি নিশ্চিতরূপে একজন মিথ্যাবাদী হয়েও এবং নিজেকে আপনি মিথ্যাবাদী প্রমাণ করা সত্ত্বেও, ডঃ রশিদ আলী! এখন যদি আপনি এটা অস্বীকার করেন তবে আমরা আপনার মূল ভবিষ্যদ্বাণীর ফটো কপি এতদ্‌ সঙ্গে উপস্থাপন করছি। আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন এ ভবিষ্যদ্বাণীটি ইবলীস কর্তৃক অনুপ্রাণিত এবং আপনি স্বীকার করেছেন এটা আপনি ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জারী করেছিলেন। আপনাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি আপনি শপথ করে অস্বীকার করুন যে, এটা আপনার মূল নোটিশের সঠিক ফটো কপি নয়। এতে আপনি বলেছেন:

مرزا طاہر احمد
ابلیس کا نوٹس
ایک سال اور
پھر لقوہ و فالج
جماعت احمدیہ اور
مرزا طاہر کے جھوٹ
کا نشان

(আপনি আমাদের নিকট ইবলীসের যে মূল ভবিষ্যদ্বাণীটি পাঠিয়েছিলেন তার ফটোকপি)

আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি আমাদের নিকট আপনি যে মূল ভবিষ্যদ্বাণীটি পাঠিয়েছিলেন তার কোন্ জায়গায় এ শর্ত ছিল যে, যদি ইবলীসের পদাঙ্ক নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা না হয় বা ইবলীসের শিক্ষা প্রচারে সাহায্য করা না হয় তবে উল্লেখিত ব্যক্তি মারা যাবে। আপনি ঠিকই বলেছেন মিথ্যা বলা ইবলিসের কর্তব্য। অতএব দেখা যাচ্ছে আপনি কেবল আপনার মূল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কেই মিথ্যাচার করছেন না, যা আপনি গোড়ায় আমাদের নিকট ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারীতে পাঠিয়েছিলেন, বরং অক্ষরে অক্ষরে ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছে বলে দাবী করেও আপনি মিথ্যাচার করছেন, যদিও এক মুহূর্ত পূর্বেও আপনার সার্কুলারসমূহে আপনি স্বীকার করেছেন :

'আপনার মৃত্যু হয়নি। এতে কিছু একটা প্রমাণিত হয়। তাই নয় কি? ইবলীস মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়ায় আপনি বিচলিত হয়েছেন। প্রিয় মির্যা তাহের! ইবলীস সব সময়ই মিথ্যা কথা বলে। সে মিথ্যা বলায় এবং তার একটি ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ হওয়ায় আপনি আনন্দিত' (২৯-৯-১৯৯৪ তারিখের আপনার ফ্যাক্স)।

এ স্বীকারোক্তি যেন আপনার জন্য যথেষ্ট ছিল না।

এরপরও এ সকল সার্কুলারে আপনি বক্তব্য রাখেন :

'ইবলীসের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হওয়ায় আপনি আপত্তি উত্থাপন করেছেন' (আপনার ২৯-৯-১৯৯৪ তারিখের ফ্যাক্স)।

ডঃ রশিদ আলী। আপনার উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ আপনি কীভাবে সমন্বয় করবেন ? একদিকে ইবলীসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়ার ব্যাপারটি আপনি স্বীকার করেন এবং স্বীকার করেন যে, এটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কারণ ইবলীস সর্বদা মিথ্যা বলে এবং সে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। অন্যদিকে আপনি দাবী করেন যে, অক্ষরে অক্ষরে তার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি বলে স্বীকার করেছেন এবং আরও স্বীকার করেছেন এট মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আবার বলছেন, ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। এ দু'টো বিপরীত কথার ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাই। এটা কি অধঃপতিত ইবলীসের মিথ্যা বলে কর্তব্য পালনের এবং নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার অন্য একটি দৃষ্টান্ত ? ডঃ রশিদ আলী! নাকি আমিরাতের এক ভয়ঙ্কর উত্তাপ আপনার মস্তিষ্ককে আক্রান্ত করেছে ? যদি আপনার সাহস থাকে তবে অনুগ্রহপূর্বক আপনার আল্-ফতোয়ায় লেখার মাধ্যমে এ সঙ্কটের নিরসন করুন।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে আপনি একটি প্রশ্ন রেখেছেন যে, যদি মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর মৃত্যু না হয় তাহলে ইহা কিছু প্রমাণ করে। তাই নয় কি? ইহা অবশ্য কিছু প্রমাণ করে। করে না কি? যেহেতু আপনার মূল নোটিশ অনুযায়ী ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারী হতে এক বৎসরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু তাঁর ও তাঁর সম্প্রদায়ের অসত্যপরায়ণতার একটি চিহ্ন বলে ধরে নেয়া হয়েছিল, যেহেতু তাঁর মৃত্যু না হওয়া হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সত্যপরায়ণতা প্রমাণ করে। শুধু তাই নয়। ইহা ইবলীস ও তার দূত, ডঃ রশিদ আলী! আপনার অসত্যপরায়ণতা প্রমাণ করে। কেননা, আপনার মাধ্যমে অভিশপ্ত ইবলীস এ ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছিল। ইবলীসের প্রতিনিধিরূপে আপনি নিজেই স্বীকার করেন যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি এবং এটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। মিথ্যাবাদী তার নিজের কথাতেই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছে।

এ পর্যায়ে তর্কের খাতিরে আপনাকে জিজ্ঞেসা করা প্রয়োজন, যদি আপনার যুক্তি মেনে নেয়া যায় যে, মূল ভবিষ্যদ্বাণীটি শর্তযুক্ত ছিল এবং যদি এ ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যক্তি ইবলীসের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে এবং তার শিক্ষা প্রচার না করে তবে তিনি মারা যাবেন তাহলে এ ভবিষ্যদ্বাণী যেন

পূর্ণ হয় নি তা অভিশপ্ত ইবলীসকে জিজ্ঞাসা করার আপনার কি প্রয়োজন ছিল? আপনার কি জানা উচিত ছিল না, যে ভবিষ্যদ্বাণী আপনি আমাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন তাতে ঐ শর্ত যুক্ত ছিল? তবে কেন আপনি ইবলীসকে প্রশ্ন করেছিলেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর ব্যাপারে তার ভবিষ্যদ্বাণী কেন পূর্ণ হয় নি? আপনি কি শয়তানকে এ প্রশ্ন করেন নি, কারণ এতে এরূপ কোন শর্ত যুক্ত ছিল না এবং আপনি দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত ব্যক্তির মৃত্যুতে এটা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হবে? বস্তুতঃ আপনি দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, আপনার প্রভু ইবলীসের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত ব্যক্তির মৃত্যু হবে। আপনার প্রত্যয় এতখানি দৃঢ় ছিল যে, ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে আপনি এমনকি লণ্ডনে কয়েকজন আহমদী মুসলমানকে লণ্ডন মসজিদে গিয়ে নিজেদের চোখে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখার জন্য টেলিফোন করে ছিলেন। এ ব্যাপারেও কি আপনি মিথ্যা বলতে চান? আপনি কি দাবী করেন আপনি এরূপ কোন টেলিফোন করেন নি? যদি আপনি মিথ্যা বলেন তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা, এ সকল টেলিফোন কল সম্পর্কে আল্লাহ্ উত্তমরূপে জ্ঞাত আছে। যে সকল আহমদী মুসলমানকে টেলিফোন করে ছিলেন তারাও জ্ঞাত আছে। আপনি নিজেও জ্ঞাত আছেন। এরপরও আপনি কসম খেয়ে বলুন আপনি এরূপ কোন টেলিফোন করেন নি?

ডঃ রশিদ আলী। ইবলীসের নির্দেশে আপনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় আমরা মোটেই অবাক হইনি। কিন্তু আপনার এটা মেনে নেয়ায় আমরা মর্মাহত। কেননা, জীবন রক্ষা করার এবং ধ্বংস করার ক্ষমতা ইবলীসের আছে—এ কথা বিশ্বাস করার মাধ্যমে আপনি একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতায় ইবলীসের ভাগ বসিয়েছেন। এ প্রশ্নে পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে আপোষ বিরোধী। এমনকি ইবলীসের নিজেরও এ কথা অস্বীকার করার সাহস নেই যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো নেই। প্রকৃত কোন মুসলমান ইবলীসের প্রতি এরূপ ক্ষমতা আরোপ করবে না এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় অন্য কারো অংশ আছে বলে স্বীকার করবে না। মনে হচ্ছে হয়ত বা আপনার হুস-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নয়তবা আপনি শয়তানের একজন নিবেদিত উপাসক। কেননা, আপনি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্‌ না করুন, জীবন রক্ষা করার ও ধ্বংস করার খোদায়ী ক্ষমতা ইবলীসের আছে। এর যে কোনটিকে বেছে নেয়াটা আপনার ইচ্ছা। তথাপি একটি জিনিষ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ যে, ইবলীস এরূপ দাবী করেছে বলে এমনকি কোন ধর্মীয় দর্শনেও দেখা যায় না। জীবন রক্ষা করার ও ধ্বংস করার ক্ষমতা ইবলীসের আছে—এরূপ কোন সামান্য ইঙ্গিতও

কোন ধর্ম-গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র আপনার সার্কুলারসমূহেই এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়, যা অভিশপ্ত শয়তান তার শয়তানী ইলহামের মাধ্যমে আপনাকে জানায়। ঘটনা-চক্রে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর পুস্তকাদিতে এ সকল ইলহামের কথাই বলেছেন। এ সকল সার্কুলারে আপনি পরোক্ষভাবে শয়তানী ইলহামের উল্লেখ করেছেন। আরো সঠিকভাবে বলা যায়, ইবলীস আপনার ন্যায় লোকদেরকে এসব কুপ্ররোচনাই দিয়ে থাকে এবং এ কারণেই আপনার বর্ণনা মোতাবেক অভিশপ্ত ইবলীস জীবন রক্ষা ও ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে বলে দাবী করে।

যে ইবলীস আপনার নিকট এ সকল মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছে তার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নাযতা প্রাণ ভরে আপনি প্রতিপাদন করতে পারেন। কিন্তু আপনি অভিশপ্ত ইবলীসের ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী গভীরভাবে বিশ্বাস করেছেন এবং এমনকি তার পক্ষ হতে এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারে অগ্রসর হয়েছেন। এ ঘটনা প্রমাণ করে আপনি সর্বশক্তিমান খোদার ঐ সবল নিষ্ঠাবান দাসদের, যাদের উপর ইবলীসের কোন প্রভাব নেই, তাদের দল হতে বহির্ভূত। এ কথা এ জন্য বলতে হলো যে, যখন মন্দ ইবলীসকে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত করা হলো তখন সে তাদের নিকট পৃথিবীতে মন্দ জিনিষকে সুন্দর করে দেখাতে এবং সর্বশক্তিমান খোদার নিষ্ঠাবান

ও পবিত্র দাসগণ ছাড়া অন্য সবলকে মন্দ পথে চালানোর জন্য প্রতিজ্ঞা করলো। পবিত্র কুরআন এ ঘটনা বর্ণনা করেছে ঃ

'(ইবলীস) বলল, হে আমার প্রভু! যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেছ, অতএব নিশ্চয় আমি তাদের জন্য পৃথিবীতে (বিপথগামিতাকে) সুশোভিত করে দেখাব এবং নিশ্চয় আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করব, তাদের মধ্য হতে কেবল তোমার নিষ্ঠাবান মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিরেকে (আল-কুরআন ১৫ ঃ ৩৯-৪০)।

যেহেতু ইবলীস আপনাকে মন্দ জিনিষ সুশোভিত করে দেখিয়েছে এবং তদ্বারা বিপথগামী করেছে এবং আপনি তার মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করার ব্যাপারে নিজেকে প্রভাবান্বিত করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন, সেহেতু আপনি প্রমাণ করেছেন যে, আপনি নিষ্ঠাবান ও পবিত্র দাসগণের অন্তর্ভুক্ত নন, যাদের সম্পর্কে অভিশপ্ত ইবলীস নিজেই স্বীকার করেছে, সে তাদেরকে মন্দ জিনিষ সুশোভিত করে দেখানোর সাহস করবে না এবং তাদেরকে বিপথগামী করতে পারবে না। ডঃ রশিদ আলী! আপনি প্রাণ ভরে এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ্ ফয়সালা করেছেন যে, তাঁর নিষ্ঠাবান দাসগণের উপর ইবলীসের কোন প্রভাব থাকবে না। ইবলীসের উপরোল্লিখিত বক্তব্যের ব্যাপারে আল্লাহ্র জবাব সম্পর্কে আপনি কি অবহিত নন? যদি তাই হয় তবে

আপনার উপকারার্থে আমি উদ্ধৃত করছি। মহান কুরআন বলে :—

'(আল্লাহ্) বললেন : আমার দিকে আসবার এটাই সরল-সুদৃঢ় পথ (আমার নিষ্ঠাবান দাসদের পথ)। নিশ্চয় যারা আমার বান্দা, তাদের উপর কখনো তোমরা কোন আধিপত্য হবে না, তারা ব্যতিরেকে যারা পথভ্রষ্টদের মধ্য হতে তোমার অনুসরণ করবে। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সকলের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান' (আল্-কুরআন ১৫:৪১-৪৩)।

যদি আপনি আল্লাহ্র নিষ্ঠাবান দাস হতেন তবে। ইবলীসকে অনুসরণ করে তার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রচার করার পরিবর্তে তার প্রভাব হতে আশ্রয় চাইতেন এবং অভিশপ্ত ইবলীসকে পরিত্যাগ করতেন। কিন্তু মিথ্যা বলা ইবলীসের কর্তব্য এবং ইবলীস সর্বদাই মিথ্যা বলে, এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য আপনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, কুরআনের আদেশের বিরুদ্ধে আপনি নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। একবার ভাবুন, মিথ্যা বলা যদি ইবলীসের কর্তব্য হয়ে থাকে এবং সে সর্বদা মিথ্যা বলে, তবে আপনি কি করে ধরে নিলেন যে, এ ক্ষেত্রে সে নিজের কর্তব্যের বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং সত্য বলা শুরু করেছিল ? কেবল তাই নয়। সে এতখানি সত্যবাদী হয়ে গিয়েছিল যে, আপনার কথা অনুযায়ী তার

ভবিষ্যদ্বাণীর অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল আপনার সার্কুলার-সমূহে আপনি এ দাবী করেছেন। এর ব্যাখ্যা দিন। আপনার সার্কুলারসমূহ আমাদের হাতে আছে।

আপনি বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ না করুন, ইবলীস হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতো। এ সংবাদের পেছনেও কি ইবলীসের প্ররোচনা আছে, যেমনটি ইসলামের পবিত্র নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কাফেররা শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে এরূপ জঘন্য উক্তি করতো? হযরত মোহাম্মদ সাঃ)-এর জীবনের এ ঘটনা সম্পর্কে যদি আপনার জানা না থাকে তবে আমি আপনাকে সূরা আল্ শূয়ারা পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি।

ডঃ রশিদ আলী! আপনি নিজেকে ও আপনার স্বভাবজ প্রকৃতিকে আরো নগ্নভাবে প্রকাশ করার পূর্বে আমরা আপনাকে ইসলামী চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হতে ও ইসলামের যথার্থতা ও দর্শন জেনে নেয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি। ইবলীসের পক্ষে কোন সৎ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করার জন্য চেষ্টা করা এক কথা, কিন্তু তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়ে তাঁকে প্রভাবিত করে তার নির্দেশে কাজ করাতে সমর্থ হওয়া ভিন্ন কথা। এটা আপনার বিশ্বাসের অংগ হতে পারে যে, শয়তান সত্য-নবী-গণের উপর অবতীর্ণ হয় এবং তাঁদের মনে ধারণার জন্ম দেয়। কিন্তু আহমদী মুসলমান হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্র

দূতগণ শয়তানী প্ররোচনা হতে সম্পূর্ণ নিরাপদ। কেননা, আল্লাহ্ ইবলীসের হাত হতে তাঁদেরকে রক্ষা করেন। তাঁদের উপর এরূপ কোন প্রভাব বিস্তার করা অভিশপ্ত ইবলীসের পক্ষে অসম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি। সত্য-নবীগণের উপর ইবলীস অবতীর্ণ হয় এবং তাঁদের মনে ধারণার জন্ম দেয় বলে আপনি যে জঘন্য বিশ্বাস প্রচার করছেন এবং এর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করছেন তা আপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্বুদ্ধিতার কাজ। মহান কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী ইবলীস মিথ্যাবাদী হওয়ার দরুন সে আল্লাহ্র নিষ্ঠাবান ও পবিত্র দাসগণকে প্রভাবিত করতে সাহস করবে না। ইবলীস যাই করুক না কেন, এ অভিশপ্ত সত্ত আল্লাহ্র নিষ্ঠাবান ও পবিত্র দাসগণের হৃদয়ে ধারণার জন্ম দিতে পারে না এবং তাঁদেরকে প্রভাবিতও করতে পারে না। কেননা, কুরআনের ১৫ : ৪১-৪৩ আয়াত অনুযায়ী তাঁরা আল্লাহ্র নিরাপত্তার ওয়াদার ছত্রছায়ায় থাকেন। তাহলে আপনি কেন সৎ, সত্যবাদী ও অকপট হচ্ছেন না, যেভাবে আপনি স্বীকার করেন ইবলীস আপনার উপর অবতীর্ণ হয় এবং স্বীকার করেন আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন যারা আল্লাহ্র উপরোক্ত ওয়াদার ছত্রছায়ায় আছেন? যদি আপনি আল্লাহ্র নিষ্ঠাবান দাস হতেন তবে ইবলীস আপনার হৃদয়ে ধারণার জন্ম দেয়ার চেষ্টা করতো; কিন্তু এ অভিশপ্ত সত্তার হাত হতে আল্লাহ্

আপনাকে রক্ষা করতেন এবং অভিশপ্ত ইবলীস সীমাহীন ব্যর্থতা নিয়ে অতি দুঃখে পশ্চাদপসরণ করতো। কিন্তু তাতো হবার নয়। আমরা কি জিজ্ঞেস করতে পারি তা কেন হবার নয়? কারণ আপনি আল্লাহ্‌র দাস নন, না আপনি তাঁর দয়ায় পবিত্র হয়েছেন। আপনি কলম ধরার পূর্বে এবং আমরা আপনার পিঠকে দেয়ালে ঠেকিয়ে দেয়ার পূর্বে এ সম্পর্কে ভেবে দেখুন। নিম্নে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াত সম্পর্কে ভেবে দেখুন। সত্য-নবীগণের উপর ইবলীস সাফল্যের সাথে অবতীর্ণ হয় এবং তাঁদের হৃদয়ে ধারণার জন্ম দেয়— আপনার এ বিশ্বাস নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

'আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব যে, কার উপর শয়তান নাযেল হয়? তারা প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপাচারীর উপর নাযেল হয়। তারা কান পেতে থাকে, তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী' (আল-কুরআন ২৬ : ২২১-২৩)।

আপনার পুস্তক 'টু ইন ওয়ান' এর জবাবের একটি সৌজন্য কপির জন্য আপনার অনুরোধের উত্তরে জানাচ্ছি যে, ইতিমধ্যে আপনার নিকট জবাব এর এক কপি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা জানতাম আমিরাতের যে হাসপাতালে আপনি কাজ করেন তারা এ পুস্তক কেনার জন্য ভাউচার নাও দিতে পারে। তাই আপনার উপর দয়াপরবশ হয়ে আমরা আপনার জন্য

জবাবের এক কপি পাঠিয়ে দিয়েছি। হযরত মির্যা তাহের (আইঃ)-এর দেয়া সদকার অর্থে পুস্তকটির কপি আপনার নিকট পাঠানো হয়েছে। আপনি দেখতে পাবেন আপনি আমাদের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ করেছেন পুংখানুপুংখরূপে সেগুলোর জবাব এপুস্তকে দেয়া হয়েছে। ইসলাম, এর শিক্ষা ও ইতিহাস সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস সম্বন্ধেও এ পুস্তকে আলোকপাত করা হয়েছে। ডঃ রশিদ আলী। যদি আপনার হিম্মত থাকে তবে আপনার পুস্তকের জবাবে লিখিত এ পুস্তকটির উত্তর দিন। এ পুস্তকে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সেগুলো এড়িয়ে এবং পাশ কাটিয়ে আবোল তাবোল বকবেন না বা পংগপালের ন্যায় উদ্দেশ্যহীনভাবে আসল বিষয় হতে অন্য বিষয়ে লাফ দেবেন না। আহমদী মুসলমানদের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এই যে, তাদের প্রতিপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে-বিগত একশত বৎসরের অধিক কাল যাবৎ যত অভিযোগ উত্থাপন করে আসছে তারা সাফল্যের সাথে সেগুলোর জবাব দিয়ে আসছে। কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষদের মধ্য হতে কোন মা এ যাবৎ এমন একটি সন্তানও গর্ভে ধারণ করেনি বা এমন একজনকেও পয়দা করেনি, যে এ সকল জবাবের সমীচীন পাল্টা জবাব দিতে সমর্থ হয়েছে। তাদের পূর্বসূরীদের অভিযোগগুলোর পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া তারা আর কিছুই করে না। এমনকি তারা একথাও স্বীকার করে না যে, তাদের

এ সকল অভিযোগের জবাব পূর্বে দেয়া হয়েছে। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তবে কেন একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি কর, যেগুলোর জবাব পূর্বেই দেয়া হয়েছে, সেগুলোর উত্তর কেন দাও না? এ সকল অভিযোগের উত্তরের প্রতি আদৌ কোন ভ্রূক্ষেপ না করে একই অভিযোগের কেন পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছ? এর কারণ কি এই নয় যে, তোমাদের নিকট এগুলোর কোন উত্তর নেই?

মোবাহালার চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে আপনি বলবেন কি আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক ইস্যুকৃত মোবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে আপনার অসম্মতি কেন, সেক্ষেত্রে আপনি দাবী করেছেন এ চ্যালেঞ্জই আপনাকে এ বিতর্কে জড়িয়েছে? হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) কর্তৃক ইস্যুকৃত মোবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে আপনার উপর অভিসম্পাত নেমে আসার ভয় ছাড়া যদি আমরা বুঝতে পারতাম চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করার আপনার অন্য কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে তবে আমরা বিকল্পসমূহের উপর চিন্তা-ভাবনা করতে পারতাম। ইতোমধ্যে মোবাহালার চ্যালেঞ্জও দেয়াই আছে। আহমদী মুসলমানরা আটটি পৃথক পৃথক পয়েন্টে নিজেদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত আহ্বান করে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। যদি আপনি সত্যবাদী হন তবে আপনার বিশ্বাসের উপর জীবন বাজী রেখে মোবাহালার চ্যালেঞ্জেও নিজেকে আবদ্ধ

করার জন্য যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করার পালা এখন আপনার। কিন্তু আপনি কখনো এগিয়ে আসতে সাহস করবেন না। করবেন কি ?

দ্বিতীয়তঃ যদি আপনার 'টু ইন ওয়ান' পুস্তকটি ঘাটেন তবে দেখতে পাবেন যে, পূর্বে আপনি যে চার-পয়েন্ট মোবাহালার চ্যালেঞ্জ ইস্যু করেছিলেন তা হাস্যাস্পদ ও অনৈসলামিক বলে আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন (টু ইন ওয়ান, পৃষ্ঠা ৬৫)। এই নূতন চ্যালেঞ্জে ভিন্ন কিছু আছে কি যে এবার আপনার কথা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতে হবে ? এ নূতন চ্যালেঞ্জটি কি ইসলামী চিন্তা-ধারার গণ্ডির মধ্যে আছে ? যদি তাই হয় তবে কি আপনি কসম খেয়ে বলবেন এটা আপনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইস্যু করেছেন ? আমরা কি করে জানবো এটা আপনি ইবলীসের প্ররোচনায় করেন নি ? ইবলীসের সঙ্গেতো আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আপনি তাকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন কেন তার ভবিষ্য-দ্বাণী পূর্ণ হয় না ?

ডঃ রশিদ আলী! আপনার কোন লেখাতে আপনি ঘূণাক্ষরেও ইঙ্গিত করেন নি যে, খোদা আপনাকে কখনো অনুপ্রাণিত করে। যখনই আপনি প্রয়োজন বোধ করেন ব্যাখ্যা চাওয়ার জন্য আপনি অভিশপ্ত ইবলীসের শরণাপন্ন হতে পারেন। হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) সম্পর্কিত

ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়ার ক্ষেত্রে আপনি তাই করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় আপনি যা কিছু করেন বা করতে চান তা ইবলীসের প্ররোচনায় করেন বা করতে চান। তাহলে আপনি কি করে আশা করেন ইবলীস দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আপনি যে সবল কাজ করেন ঐগুলো করার জন্য আমরাও প্রতারিত হবো?

আপনি হাজার বার বা লক্ষাধিক বার আমাদেরকে আপনার নিজস্ব বিশ্বাসের দিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। কিন্তু আমরা অন্ধ নই যে, আলো পরিত্যাগ করে অন্ধকারে হাতড়াবো। আমরা ইসলামে বিশ্বাসী এবং নিজেদেরকে নিশ্চিতরূপে মুসলমান বলে ঘোষণা করি। আপনি বা আপনার ন্যায় লোকেরা যাদের প্রিয় কাজ হচ্ছে সত্য-ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লেখালেখি করা তারা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবেন তা তেমন কোন গুরুত্ব রাখে না। আমাদেরকে যা অবাক করে তা হলো এই যে, উট পাখীর ন্যায় আপনি বালিতে মাথা লুকান এবং আপনার বিরুদ্ধে অন্যান্য মুসলমান সম্প্রদায়ের লেখাকে আপনি পাশ কাটিয়ে যান। অনুগ্রহ করে ফতোয়াসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আপনি দেখতে পাবেন যে, আহ্‌লে হাদীসগণের মতানুযায়ী আপনাকে তাদের দলের একজন বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যাদের ক্রিয়া-কলাপ বহু খোদার দিকে নিয়ে যায় (পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫)। অতএব আপনাকে

ও আপনার ন্যায় লোকদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (জামে উল শুহুদ, পৃষ্ঠা ২)। আপনার বিরুদ্ধে আহুলে হাদীস মুসলিম আলেম ও মুফতীগণের এ লেখাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

আপনি প্রাণভরে আমাদেরকেও কাফের বলতে পারেন। আপনার ন্যায় লোকেরা হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-কেও অনুরূপভাবে অস্বীকার করেছিল। আপনার কি অস্বীকার করার সাহস আছে যে, তাঁকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হয় নি? যদি আপনি অস্বীকার করেন তবে আপনাকে আমরা 'আবাতিল-ই-ওহাবিয়া' পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি। বস্তুতঃ আপনার ন্যায় লোকেরা তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর পবিত্র মরদেহকে শান্তিতে থাকতে দেন নি। বাগদাদে কাদের কবর খুঁড়ে ফেলা হয়েছিল তা জানার ক্ষেত্রে আপনি নিজেকে একজন পরম বিশেষজ্ঞ বলে দাবী করেন। আপনি কি আরো জানেন শাহ ইসমাইল বাগদাদে কাদের কবর খোঁড়ার জন্য আদেশ দিয়েছিল, কাদের হাড় পুড়িয়ে ফেলে সে জায়গায় একটি কুকুরকে কবরস্থ করা হয়েছিল, এবং তার পাশে সর্বসাধারণের জন্য একটি পায়খানা নির্মাণ করা হয়েছিল? যদি আপনি জানেন তবে অনুগ্রহ করে আমাদেরকে বলবেন কি, কি অপরাধে একজন মুসলিম শাসক ইসলামের এ মহান ব্যক্তিত্ব হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর আশিসপ্রাপ্ত কবর

অপবিত্র করে ছিল? আমাদের বিরুদ্ধে আপনি যে-সকল ফতোয়া জারী করেন আমরা আহমদী মুসলমানরূপে সেগুলিকে কতখানি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখি এ ঘটনাটি আপনাকে তারই ইঙ্গিত দেবে।

বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ঘোষিত পুরুষত্বহীনতা সম্পর্কে আপনার বর্ণনায় রসিকতার ছোঁয়া দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনার বর্ণনায় বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে অনেক প্রশংসা রয়েছে। তাই নয় কি? বিগত একশত বৎসরের অধিক কাল ধরে পুরুষত্বহীনতার এ সকল স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞরা একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য সংগ্রাম করেছে, যাদেরকে তারা পুরুষত্বহীন বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু এ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে এরা কেবল শোচনীয়ভাবে ব্যর্থই হয়নি, বরং এ সম্প্রদায়ের জ্ঞান-বুদ্ধির সামনে এরা হতচকিত। ডঃ রশিদ আলী! পুরুষত্বহীনদেরকে এত ভয় কেন?

এ বলে আমরা আপনাকে আপনার সীমা লংঘনের জন্য ছেড়ে দিলাম কারণ আপনি হয়ত সৈয়্যদনা ইব্রাহিম (আঃ) সহ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সকল সত্যপরায়ণ নবীগণের অবমাননা আরম্ভ করেছেন। আপনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁদের সকলের উপর ইবলীস অবতীর্ণ হয়। আপনি এখন আমাদেরকে দৃঢ় প্রত্যয় দিয়েছেন যে, আপনি কেবল আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধেই বিদ্বেষ পোষণ করেন না, বরং খোদ

ইসলামের বিরুদ্ধেই বিদ্বেষ পোষণ করেন। অন্যথা আপনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সকল নবী সম্পর্কে এরূপ বিদ্বেষপ্রসূত বর্ণনা দেয়ার সাহস করতেন না। আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানার পর আপনার ন্যায় মন্দ-স্বভাবের লোকের সাথে কোন রকম সংযোগ রাখা আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আহমদী মুসলমানদের নিকট আপনি যত লেখা পাঠিয়েছেন যদিও তারা সেগুলোকে সাধারণভাবে অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে এবং সেগুলোকে পাওয়া মাত্র ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তখনি কেউ কেউ একশত সাদা উট পুরস্কার লাভের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিল, যেমনটি পবিত্র নবী হযরত আলী ইব্‌নে তাবিল (রাঃ)-কে জানিয়েছিলেন যে, সত্যের অন্বেষণকারী একটি আত্মাকেও যদি কেহ সত্যে এনে দিতে সক্ষম হয় তবে তাকে একশত সাদা উট পুরস্কার দেয়া হবে (সহী বোখারী, কিতাব আল্‌ জিহাদ ও সহী মুসলিম কিতাব আল্‌ কাদহাইল, বাবে কাদহাইলে আলী)। কিন্তু এখন আপনি তাদেরকেও দৃঢ় প্রত্যয় দিয়েছেন যে, আপনাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয় এবং আপনার সঙ্গে আরো চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান অব্যাহত রাখতে তারা নিজেদেরকে নৈতিক-ভাবে আর বাধ্য মনে করে না। কারণ কুরআন নির্দেশ দেয় যে, আপনার মত লোকদেরকে একলা ছেড়ে দেয়া উচিত যাতে আপনারা নিজদিগকে আনন্দিত রাখতে পারেন এবং

মিথ্যা আশা আপনাদেরকে খুশী রাখতে পারে (আল-কুরআন ১০৩) কুরআন আরো বর্ণনা করে যে, আপনার ন্যায় লোক-দের নিকট নিম্নোক্ত কথা বলার জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নির্দেশিত হয়েছিলেন ঃ

'আমার কর্ম আমার জন্য এবং তোমার কর্ম তোমাদের জন্য। আমি যা করি সেজন্য তোমরা দায়ী নও এবং তোমরা যা কর সেজন্য আমিও দায়ী নই' (আল-কুরআন ১০ : ৪১)।

অতএব আমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র নির্দেশের নিকট আমরা আত্মসমর্পণ করি, আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নতকে অনুসরণ করি, সান্ত্বনার জন্য আমাদের খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করি। পক্ষান্তরে অভিশপ্ত শয়তানের আত্ম-স্বীকৃত দূত ডঃ রশিদ আলী! আপনার জীবনে অনুপ্রেরণার জন্য আমরা আপনাকে ইবলীসের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। আমাদের এ পথকে অভিশপ্ত ইবলীসকে পরিত্যাগ করার পথ বলে জানুন। কিন্তু আপনি নিজেকে শয়তানের দূত বলে দাবী করেছেন। ইসলামী দর্শন অনুযায়ী ইবলীসের সঙ্গী ইবলীস ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব মুসলমানরূপে আমরা সকল ধরনের ইবলীসকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য। এ জন্যই কি মুসলমানরা হজ্জ উপলক্ষ্যে তিনটি শয়তানের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে না? নচেৎ এ প্রতীকি কাজের উদ্দেশ্য কি,

যার সম্পর্কে আপনিও পরোক্ষভাবে আপনার সার্কুলারসমূহে উল্লেখ করেছেন ?

সবশেষে বলা দরকার, যেহেতু আমরা মোনাফেক হওয়াকে ঘৃণা করি সেহেতু আমরা আত্ম-স্বীকৃত ইবলীসের দূতের প্রতি যে কোন আনুষ্ঠানিক সৌভাগ্যকে বিসর্জন দেব। অতএব আমরা এ চিঠি নিম্নোক্ত দোয়ার সাথে শেষ করবো :—

আল্লাহ্ আমাদেরকে অভিশপ্ত ইবলীসের ও তার আত্ম-স্বীকৃত দূত ডঃ সৈয়দ রশিদ আলী সহ পৃথিবীতে ইবলীসের সকল প্রতিনিধির মতবাদ হতে হেফাযত করতে থাকুন, আমীন।

আমরা আরো দোয়া করি অন্যান্য মুসলমানরাও যেন তাদের সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠার সাহস লাভ করে যাতে তারা আল্লাহ্র আশীষপ্রাপ্ত দূতগণের সম্মান রক্ষা করার জন্য এবং তাদের সম্পর্কে এ আত্ম-স্বীকৃত ইবলীসের প্রতিনিধি ডঃ রশিদ আলীর জঘন্য বর্ণনার নিন্দা জানানো নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করে। যদি তারা তা করে তবে তারা ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রমাণ দিবে। যদি তারা তা না করে তবে ইবলীসের প্রতি এবং তার স্বীকৃত-দূতের প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রমাণিত হবে।

—০—

Bengali Version of
Response to the Self-confessed
IBLIS' APOSTLE

Translated by : Jonab Nazir Ahmad Bhuiya
Published by : Ahmadiyya Muslim Jamat,
Bangladesh
4, Bakshibazar Road,
Dhaka-1211